R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ ১১ই ভাদ্র বুধবার, ১৪০৩ সাল। | নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
১৬শ সংখ্যা | ২৮শে আগষ্ট, ১৯৯৬ সাল। | বার্ষিক ৩০ টাকা

বাংলাদেশীদের ভীড়ে দোকানদারদের পোয়াবারো, সাধারণ মানুষের দুর্গতি

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ অরঙ্গাবাদ বাজারের দোকানগুলিতে বর্তমানে ভীড় দেখলে মনে হবে মেলা বসেছে। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায় বাংলাদেশমুখী অরঙ্গাবাদ চোরাঘাট খুলেছে। তার ফলে এদেশ থেকে চাল, চিনি, লবণ, হরলিক্স্, মলটোভা, এ্যাভারেডি ব্যাটারী ও ম্যান্টেল কিনে নিয়ে বাংলাদেশীরা চোরাপথে ওদেশে পাড়ি দিচ্ছেন। পুলিশ, কাষ্টমস্ সবাই টাকার নেশায় বুঁদ হয়ে ওদের বাধা দিচ্ছে না। স্থানীয় অধিবাসীরা জানান তাঁরা কোন বড় দোকানেই মাল কিনতে পারছেন না। বিশেষ দোকানগুলির মধ্যে যেমন নারায়ণ ঘোষ, কাশীনাথ দাস, রঞ্জিত সরকার। এরা বাংলাদেশী খরিদদারদের নিয়ে এত ব্যস্ত যে সাধারণ ক্রেতার সঙ্গে কথা বলার ফুরসত নেই। অরঙ্গাবাদ বাজার থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু দুষ্প্রাপ্য হয়ে নাগরিকদের দুর্গতির সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

পরিচারিকা শিশু, অর্থ ও সোনা নিয়ে উধাও

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৯ আগষ্ট ফরাক্কা এনটিপিসির টাউনশিপ পি, টি, এস কোয়ার্টার থেকে জগদীশচন্দ্র পালের একটি দেড় বছরের শিশু চুরি যায়। খবরে প্রকাশ জগদীশবাবু এনটিপিসির একজন কর্মী এবং তাঁর স্ত্রীও অন্যত্র চাকরী করেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চাকরী করায় তাঁরা শিশুটির দেখাশুনার জন্য একটি ১৭-১৮ বছরের মেয়েকে রেখেছিলেন। ঘটনার দিনও অন্য দিনের মতো সকাল নটায় স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কোয়ার্টার থেকে বেড়িয়ে পড়েন। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী অফিস থেকে ফিরে দেখেন কোয়ার্টার ফাঁকা। শিশুটি নেই। কাজের মেয়েটিকেও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। টাউনশিপে যে সিকিউরিটি গার্ড থাকে তাদেরকেও ঘটনা জানানো হয়েছে কিন্তু কোন সদুত্তর আসেনি। স্থানীয় থানায় খবর দিলেও এখনও পর্যন্ত কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। আরো জানা যায় কাজের মেয়েটি শিশুটিকে নিয়ে যাবার সময় তার দুধের বোতল, জামা-কাপড়, ৫-৬ ভরি সোনা এবং প্রায় ১৫—২০ হাজার নগদ টাকা নিয়ে পালিয়েছে। এই খবরে এনটিপিসির টাউনশিপগুলিতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

কলেজে আরও তিনটি বিষয়ে অনার্স চালু

বিশেষ প্রতিবেদক, জঙ্গিপুর ঃ রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও অনার্স খোলার হিড়িক পড়ে গেছে। তার জন্য দায়ী কলেজ নয়। প্রায় জোর করে অনার্স চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে কলেজগুলির ঘাড়ে। স্থানীয় জঙ্গিপুর কলেজও তার ব্যতিক্রম নয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগটিকে উপযুক্তভাবে গড়ে উঠবার সুযোগ না দিয়েই কেমিষ্ট্রীতে অনার্সের জন্য হঠাৎ অনুমোদন দেয়া হচ্ছে। 'ল্যাবরেটরি-বেস্ড্' বিষয়সমূহে অন্ততঃ আটজন অধ্যাপক না থাকলে একযোগে অনার্স, পাশকোর্স এবং হায়ার সেকেণ্ডারির সব ক্লাস হওয়া সম্ভব নয়। কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগে আটজন আছেন। কেমিষ্ট্রিতে মাত্র পাঁচজন। নতুন শিক্ষক নেয়া হচ্ছে না। এমন কি প্রায় তিন বছর আগে পরলোকগত অধ্যাপক (২য় পৃষ্ঠায়)

গি এফ কমিশনারের নির্দেশের প্রতিবাদে বিড়ি ধর্ম্মঘট

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ফেডারেশন অফ বিড়ি লিভ্স্ এণ্ড টোব্যাকো মার্চেন্টস্ এ্যাঃ এবং ধুলিয়ান বিড়ি মার্চেন্টস্ এ্যাঃ গত ১১ আগষ্ট অরঙ্গাবাদের ফেডারেশন অফিসে উপস্থিত হয়ে ১৯ থেকে ২১ আগষ্ট তিন দিনের প্রতিবাদী প্রতীক ধর্ম্মঘটের ডাক দেন। সেই অনুযায়ী ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়। প্রতিবাদের কারণ পি এফ কমিশনার হঠাৎ এক তরফা বিড়ি বাঁধাই শ্রমিকদের বকেয়া প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড নির্দ্ধারণ করে সেই টাকা পরিশোধের আদেশ দেন কয়েকটি বড় কোম্পানীকে। তার মধ্যে আসাম বিড়ি ফ্যাক্টরীর উপর কমিশনারের দাবী দু'কোটি সাতাত্তর লক্ষ টাকার ও ক্যাপরী হোম প্রোডাক্টস্ এর উপর আটত্রিশ লক্ষ টাকার। এই এক তরফা আদেশের প্রতিবাদে ১১ আগষ্টের ঐ সিদ্ধান্ত। ঐ সভায় আরো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সরকারকে (শেষ পৃষ্ঠায়)

চাঁই নেতাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবী পেশ

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ গত ১৪ আগষ্ট পঃ বঙ্গ চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ ভরতচন্দ্র মণ্ডল ও যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ সুভাষচন্দ্র সরকার চাঁই প্রতিনিধিদের নিয়ে দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়া, সমাজকল্যাণ মন্ত্রী এস বি রামলিয়া, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী গৌরী মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করেন। চাঁই প্রতিনিধিরা চাঁইদের যথাশীঘ্র এস সি তালিকাভুক্ত করার দাবী জানান। সকলেই চাঁইদের দাবী সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দেন।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
বাজিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই ভাদ্র বুধবার, ১৪০৩ সাল।

সদ্ ভাবনা অসদ্ ভাবনা

রাজীব গান্ধীর জন্মদিন ২০শে আগষ্ট সদ্ ভাবনা দিবস হিসাবে পালিত হইল সারা ভারতবর্ষে। সদ্ ভাবনা দিবসে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে মুর্শিদাবাদ জেলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে বিশাল এক জনসভা সংগঠিত করিল ছাত্রপরিষদ। জনগণের মধ্যে সদ্ ভাবনা জাগ্রত করিতেই দিবসটিকে স্মরণ করা হয়। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কণ্ঠে সেদিন ধ্বনিত হইল শুধু সিপিএমের অত্যাচার, রাষ্ট্র পরিচালকদের সমর্থনে অত্যাচারে পুলিশের প্রশ্রয়ের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার। তাঁহাদের বক্তব্যে পরিস্ফুট হইল যদি এই দল এইরূপ অত্যাচার চালাইতে থাকে তবে তাঁহারাও অহিংস নীতি পরিত্যাগ করিয়া সহিংস হইতে বাধ্য হইবেন। প্রাক্তন বাম সমর্থিত ও বামের পরম আশ্রয় বর্তমান কংগ্রেস বিধায়কের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল প্রয়োজনে তিনি সকল কংগ্রেসী বিধায়কদের লইয়া মুর্শিদাবাদ জেলা অচল করিয়া দিবেন। সদ্ ভাবনা দিবসে এই ধরনের ভাবনা সদ্ কি অসদ্ তাহা বিশেষ বিবেচনাযোগ্য। জনগণের মনে সদ্ ভাবনা জাগ্রত করিবার এই উদ্যোগের নমুনা সত্যই বিচিত্র। ইহা হইতেই বোঝা যায় জাতিকে সদ্ ভাবনায় উদ্দীপিত করিতে ইঁহারা বোঝেন মাত্র তাঁহাদের দলের সমর্থন ও অপর দলের প্রতি সাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ জাগরণ। সেইদিনের বক্তব্যের মধ্যে একবারও ধ্বনিত হইল না চোরাচালান বা ভাগীরথী পদ্মার ভাঙ্গন বিপর্যয়ের কথা। লক্ষ লক্ষ গৃহহীনের সমস্যা সমাধানের কোন বাস্তব উপায়। স্বাধীনতার প্রথম জন্মলগ্নের পর হইতে পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ণ হইল কিন্তু গঙ্গা-পদ্মা ভাঙ্গন সমস্যা সেই একই-ভাবে আজও বহাল রহিয়াছে এবং কোন দিন যে ইহার প্রতিবিধান হইবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কি কংগ্রেস সরকার। কি যুক্তফ্রন্ট সরকার পঃ বঙ্গের শাসন কর্তৃত্বে থাকিবার সময়কালে এ সমস্যা সমাধানের বাস্তব ও উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। শুধুমাত্র কোটি কোটি টাকা জলে ফেলিয়া ঠিকাদারদের তৎসহ আপন আপন দলের অর্থ বৃদ্ধির পরিকল্পনায় লিপ্ত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারোপ করিয়া চলিয়াছেন। অপরদিকে দেখা যায় অতি ক্ষুদ্র বাংলাদেশ সরকার গঠিত হইবার পরপরই অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া ভয়াবহ পদ্মার ভাঙ্গন রোধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ওপারে এই স্বল্পদিনে যাহা সম্ভব হইল এক অতি ক্ষুদ্র সরকারের পক্ষে, ভুলভ্রান্তিপূর্ণ পরিকল্পনা ও স্বার্থ লোভীদের চক্রান্তে এপারের সমস্যা সমস্যাই থাকিয়া গেল। দেশপ্রেমের এই অপূর্ব নিদর্শন দেখাইয়াও যাঁহারা জনগণের সদ্ ভাবনা জাগরণের ডাক দিতেছেন, হয় তাঁহারা মূর্খ না হয় অতি কৌশলবাদী। এই সব নেতাদের লক্ষ্য শুধু প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল ব্যতীত আর কিছুই নহে। জনসাধারণের কি হইল না হইল তাহাতে ইহাদের কিছুই আসিয়া যায় না। ইহারা সদ্ ভাবনা বলিতে মনে করেন দলীয় সমর্থনে জনগণকে জাগরিতকরণ। আর রাষ্ট্র পরিচালনেরত বর্তমান বাম সরকার মনে করেন যেন তেন ক্ষমতা দখলে রাখিতে পারাই একমাত্র কর্তব্য। সে কারণে তাঁহারাও পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে চোরা কারবারী, মুনাফা সঞ্চয়কারী ধনবান অসৎ ব্যক্তিদের কুক্ষিগত করিয়া অপর দলকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখিয়া রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলে এই সব ব্যক্তির সহায়তা। এই সমস্ত নেতৃত্বের কাছে অসদ্ ভাবনা ও সদ্ ভাবনা একই গোত্রের।

কলেজে আরও তিনটি বিষয়ে অনার্স

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্বপন মুখার্জীর স্থানেও নতুন নিয়োগ হয়নি। কারণ সরকারের অর্থাভাব। অনার্সের জন্য আলাদা ক্লাশরুম নেই। এত তাড়াতাড়ি বইপত্রও কেনার প্রশ্ন ওঠে না লাইব্রেরীতে, বহু টাকার ব্যাপার! দুটি মাত্র ল্যাবরেটরি —একটিতে পাশকোর্স এবং অপরটিতে উচ্চ মাধ্যমিকের ক্লাশ হয়। নতুন ল্যাবরেটরির আশা সুদূরপরাহত।

এর মধ্যেই লোক দেখানো অনার্স খুলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যত নিয়ে ছেলেখেলার মানে বুঝতে পারছেন না অনেকেই। বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজেও উপযুক্ত ব্যবস্থা না করেই গত বছর তড়িঘড়ি করে ভূগোল ও ষ্ট্যাটিস্-টিক্সে অনার্স চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের ক্ষতির আশংকা করেই এখনও কোর্সগুলি চালু করেনি। জঙ্গিপুর কলেজে রাজনৈতিক চাপ আছে বলে প্রকাশ। উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকলেও এখানে কেমিষ্ট্রিতে অনার্স খুলতে হচ্ছে। অভিভাবকদের প্রশ্ন, ছাত্রদের মাঝপথে ডোবানো হবে না তো? অনুরূপ কাণ্ড ঘটেছে ফরাক্কা কলেজেও। সেখানে 'এডুকেশন' খোলা হয়েছে, কিন্তু একজনও শিক্ষক নেই ঐ বিষয়ের। ভূগোলের অধ্যাপিকা নাকি 'এডুকেশন'-এর ক্লাশ নিচ্ছেন বাধ্য হয়ে। সম্পূর্ণ আর্থিক দায় না নিয়ে এমনভাবে উচ্চ শিক্ষার বান ডাকাতে গেলে ছাত্রছাত্রীরা হাবুডুবু খাবে নাকি? শিক্ষানুরাগী মহলে আশংকার কারণ এটাই।

মহকুমার কৃতি ছাত্রদের পুরস্কার দেওয়া হল

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২০ আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে জঙ্গিপুর মহকুমা ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে ও জেলা ছাত্র পরিষদের সম্পাদক বিকাশ নন্দের সভপতিত্বে রাজীব গান্ধীর ৫২ তম জন্মজয়ন্তী ও সদ্ ভাবনা দিবস উদ্‌যাপনের দিন মহকুমায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতি ছয়জন ছাত্রকে যে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান করার কথা ছিল তা প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য কমিটির তরফ থেকে বাতিল করা হয়। তবে কমিটির সদস্যরা পুরস্কার প্রাপকদের পুরস্কার তাদের বাড়ীতে পৌঁছে দেন। মঞ্চে সেদিন মহঃ সোহরাব কৃতি ছাত্রদের নাম ঘোষণা করেন। মাধ্যমিকে মহকুমায় নিমতিতা হাইস্কুলের সুপ্রতিম গুপ্ত (৭৭৮) প্রথম এবং রঘুনাথগঞ্জ হাইস্কুলের তুহিনশুভ্র মজুমদার (৭৭১) ও দিব্যজ্যোতি দাস (৭৫৪) যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। উচ্চ মাধ্যমিকে নিমতিতা হাই স্কুলেরই সুব্রত দাস (৭৭৫) প্রথম এবং বাড়ালা রামদাস সেন হাই স্কুলের বিশ্বরূপ দাস (৭৬৮) ও দেবকিঙ্কর সাহা (৭৬৩) যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ঐদিন ছাত্র পরিষদ রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষরোপণ উৎসবও পালন করে।

Exclusive Coaching for J. E. E. & B. Sc. (Mathematics only) available.

Sibsankar Saha

M. Sc. (Applied Math.)
Robindrapally, Raghunathganj

At First in Jangipur

STD / ISD, PCO BOOTH

Jangipur Kathmill

(Bus Stand)

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ শহরের কেন্দ্রস্থলে পুরসভার নিকট সদর রাস্তার উপর পুরাতন বাড়ীসহ ১১ শতক জায়গা বিক্রী আছে।

যোগাযোগের ঠিকানা—
শ্রীগৌরীশঙ্কর দাস (এ্যাডভোকেট)
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ

সুতি ২ নং সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প

পোঃ দফাহাট, জেলা মুর্শিদাবাদ

স্মারক সংখ্যা :— ২২/আই, সি, ডি, এস সুতি ২ নং তারিখ ২৬শে আগষ্ট, ১৯৯৬

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের কল্যাণ শাখার, সুতি ২ নং সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের (আই, সি, ডি, এস) অন্তর্ভুক্ত সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে এই প্রকল্পে ১৪৯ জন অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও ১৪৯ জন সহায়িকা নিয়োগ করা হবে। এই কাজ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবামূলক। কর্মস্থান হবে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মোটামুটি এক হাজার জনসংখ্যার একটি এলাকা। প্রত্যেকটি কেন্দ্রে থাকবেন একজন কর্মী ও একজন সহায়িকা। গ্রাম পঞ্চায়েত অনুযায়ী কেন্দ্রের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হল—

১। উমরাপুর—১৮
২। কাশিমনগর—১৬
৩। জগতাই এক নং—১২
৪। জগতাই দুই নং—১৪
৫। অরঙ্গাবাদ এক নং—১০
৬। অরঙ্গাবাদ দুই নং—১৫
৭। মহেশাইল এক নং—১৫
৮। মহেশাইল দুই নং—১২
৯। বাজিতপুর—১৭
১০। লক্ষীপুর—২০

এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত মহিলা প্রার্থীদের কাছ থেকে দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ প্রত্যয়িত ছবিসহ দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। নিম্নলিখিত শর্ত ও নিয়মগুলি মেনে দরখাস্ত করতে হবে।

১। ১/৯/৯৬ তারিখে বয়সসীমা ১৮-৪৫ বৎসরের মধ্যে থাকবে।

২। কর্মীর ক্ষেত্রে শিক্ষাগত মান মাধ্যমিক পাস অথবা সমতুল্য। তপশীল জাতি বা উপজাতি প্রার্থীর ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা কোন স্বীকৃত বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ। স্নাতক অথবা তদউর্দ্ধ শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী অনুপযুক্ত বিবেচিত হবে এবং কোন প্রার্থী তার উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা গোপন করলে, প্রার্থীপদ, নিয়োগ যে কোন স্তরে বাতিল করা হবে। সহায়িকা পদে কোন ন্যূনতম শিক্ষাগত মান নেই। স্বাক্ষর হলে চলবে। শিক্ষাগত যোগ্যতার ও বয়সের প্রমাণ পত্রের প্রত্যয়িত নকল আবেদন পত্রের সহিত সংযোজিত থাকা চাই।

৩। যে গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য আবেদন করবেন সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। স্থায়ী বাসস্থানের প্রমাণ হিসাবে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদের সদস্য, বিধানসভার সদস্যর সার্টিফিকেট ও রেশন কার্ডের প্রত্যয়িত কপি দরখাস্তের সহিত দিতে হবে।

৪। তপশীল জাতি ও তপশীল উপজাতি হিসাবে দাবীর প্রমাণ পত্রের প্রত্যয়িত নকল দিতে হবে।

৫। বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, স্থায়ী ঠিকানা ইত্যাদি বিষয়ে যদি কেউ মিথ্যা তথ্য দেন তবে পরবর্তীকালে তিনি বাতিল/বরখাস্ত হবেন।

৬। কর্মী নিয়োগের জন্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা হবে। এতে নম্বরের অনুপাত ৭০ : ৩০। সহায়িকা নিয়োগ শুধু মৌখিকের মাধ্যমে হবে। পরীক্ষার মাধ্যম বাংলা।

পরীক্ষার বিষয়বস্তু :— ১) রচনা-এর মাধ্যমে ভাষাগত যোগ্যতা ও মনের ভাব প্রকাশের দক্ষতা যাচাই করা হবে। ২) সাধারণ জ্ঞান :— ক) জনস্বাস্থ্য খ) পুষ্টি গ) আই, সি, ডি, এস ঘ) নারীর অবস্থা বিষয়ক ৩) গণিত :— কেন্দ্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় গণিত বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান।

৭। এই নিয়োগ সম্পূর্ণ অস্থায়ী। অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহয়িকাগণ নিয়মিত সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য হবে না। ভবিষ্যতে এই দাবী উত্থাপন করলে তা অগ্রাহ্য হবে।

৮। নির্বাচিত হবার জন্য কোন প্রকার প্রভাব বিস্তারে বা ব্যক্তিগত যোগাযোগে দরখাস্ত বাতিল হবে।

৯। উক্ত পদে নিযুক্তির জন্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত নির্বাচক কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১০। অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বা নির্দ্ধারিত তারিখের পর প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাতিল হবে।

১১। অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী হিসাবে নিযুক্ত হলে বর্তমানে সরকারী নিয়ম অনুসারে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ কর্মীদের মাসিক সাম্মানিক ৪০০ (চারশত) টাকা ও অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ কর্মীদের মাসিক ৩৫০ (সাড়ে তিনশত) টাকা দেওয়া হবে। সহায়িকা হিসাবে নিযুক্ত হলে সাম্মানিক ২০০ (দুইশত) টাকা দেওয়া হবে।

১২। নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে ২৬শে আগষ্ট ১৯৯৬ থেকে ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ পর্যন্ত। (সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা)। পরীক্ষার প্রবেশপত্র দেওয়া হবে ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ থেকে। শনিবার, রবিবার ও অন্যান্য সরকারী ছুটির দিন দরখাস্ত জমা নেওয়া হবে না।

১৩। অন্যান্য বিশদ তথ্যের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

পীযূষ সাহা
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
সুতি ২ নং সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প, দফাহাট : মুর্শিদাবাদ

বিপ্লবী যুব ফ্রন্টের শিক্ষাশিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতী লালগোলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বিপ্লবী যুব ফ্রন্টের জেলা শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। ১৫০ জন প্রতিনিধি এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সেচমন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, তাত্ত্বিক আরএসপি নেতা সত্যেন সাহা। আরএসপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য প্রতিনিধিদের সামনে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা সম্পাদক আশীষ রায়চৌধুরী প্রমুখ। বক্তারা সকলেই দেশের বর্তমান রাজনীতির দিকগুলি নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করেন ও বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের কর্মীদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হতে উদ্‌বুদ্ধ করেন।

2 YEARS WARRANTY

WEBEL NICCO TV

Dealer :

Bharat Electronics

Raghunathganj ✪ Phone : 66-321

Sengupta Elcetronics

Raghunathganj, Murshidabad

পি এফ কমিশনারের (১ম পৃষ্ঠার)

এই দাবী স্থগিত রাখতে হবে এবং নূতন আইন ১ সেপ্টেম্বর থেকে চালু করতে হবে। তা না হলে মালিক পক্ষ বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন বলে জানান।

প্রয়াত সেতার শিল্পী পুলিন পালের স্মরণে
রাজ্য সঙ্গীত একাডেমীর সহযোগিতায়

ছন্দশ্রী সঙ্গীতচক্র আয়োজিত
শাস্ত্রীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান

স্থান : রবীন্দ্রসদন, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
তারিখ : ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ বুধবার
সময় : সকাল সাড়ে আটটা

অংশগ্রহণে :

সরোদ : শ্রীবুদ্ধদের দাশগুপ্ত (কলিকাতা) দ্বৈত তবলা-লহড়া :
কণ্ঠসঙ্গীত : শ্রীউল্লাস কশলকর ঐ শ্রীপার্থপ্রতিম ভট্টাচার্য্য ও
তবলা : শ্রীসমর সাহা ঐ শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
হারমোনিয়ম : শ্রীজ্যোতি গোহো ঐ সহযোগিতায় : শ্রীউমাকান্ত রায়

সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় : শ্রীঅরুণ ভাদুড়ী

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Memo No. 323 (4) Inf./Msd. Date 16. 8. 96.

শারদীয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন :—

পছন্দসই টেকসই
সব বয়সেই
মানানসই

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ
(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেণ্টার)

রেজিষ্ট্রী নং—২০ ॥ তারিখ—২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ● পোঃ গনকর ● জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল, জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। সরকার প্রদত্ত ডিসকাউণ্ট (ছাড়) দেওয়া হয়।

॥ সততাই আমাদের মূলধন ॥

সনাতন দাস	ধনঞ্জয় কাদিয়া	সনাতন কালিদহ
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ॥ গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।